তারা যেন সেই পথ পরিত্যাগ করে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "যে মানুষটি বলে যে আমি একটি কথা বলেছি, সেটা আমার কথা, যখন তা মিথ্যা থাকে সে নিজের জন্য জাহান্নামে একটি জায়গা সুরক্ষিত করে রাখল।" আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এমন কেন বলেছেন? কারণ আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সম্মান রক্ষার্থে মানুষ যেকোন কিছু করতে পারে। তাই মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এরকম বলেছেন যেহেতু খারাপ নিয়াতের মানুষেরা কথাগুলো ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) আমাদের জন্য সবকিছুই ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন। শেষ হজ্বের খুতবাতে তিনি মানুষদের বলেছেন, "একজন মুসলিমের রক্ত অন্য মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ, তাদের অধিকারের জিনিসও নিষিদ্ধ, তাদেরও সম্মানও নিষিদ্ধ, তোমরা তাদের একটিকেও ছুঁতে পারবে না। ঠিক যেভাবে তুমি তোমার নিজের জিনিস এবং নিজের সম্মান রক্ষা কর, ঠিক সেভাবেই সব মুসলিমের মালিকানাধীন সবকিছুর প্রতি তোমাকে সম্মান দেখাতে হবে।

যে লোক এরকম করে না তার সাথে মুসলিমিয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ এসব লোকদের এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে বিচারের দিনে জিজ্ঞাসা করবেন। ওরকম মানুষের আখিরাতে বিশ্বাস করা উচিৎ ছিল। এরকম ব্যাপারে বেহিসাবে যাবে না। আমরা কেন এটা বলছি? আশে-পাশে একটি বিশাল ফিতনা চলছে (তুরস্কে ১৫ জুলাই ২০১৬ এর সামরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা)। তারা এমনভাবে মানুষদের এই ফিতনা দেখাচ্ছে এবং বলছে যেন এটা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কথায় হয়েছে (ফেতুল্লা গুলেনের FETO দাবী করছে যে তারা স্বপ্নে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) থেকে নির্দেশ পেয়েছে সরকার পতন প্রচেষ্টার)।

প্রথমতঃ এটা এমন কোন সহজ বিষয় নয় যে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে মানুষকে হঠাৎ নির্দেশ দিয়ে দিবেন। যেই মানুষ এই নির্দেশ প্রাপ্তির স্তরে পৌঁছতে পারবে তার সর্বপ্রথম এমন বংশধারা থাকতে হবে যা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছায়। যদি তাদের বংশধারা পৌঁছায়, তবুও সেসব ব্যক্তিগণ এমন আদেশ দেন না। উনারা পবিত্র নাবী (সাঃ) এর কথা এবং দেখানো পথ হুবহু বলেন। তার সাথে একটি শব্দও অতিরিক্ত যোগ করেন না। উনারা প্রতারণা করেন না এবং পবিত্র নাবী (সাঃ) পথে একই ভাবে চলেন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এখানে এখনও মানুষ এর দ্বারা ধোঁকা খায়। তারা যেন জেগে ওঠে। শেষ সময়ে দাজ্জালেরা আসবে। দাজ্জাল কেমন মানুষ হবে? সব খারাপ লোকেরা, খারাপ মহিলারা এবং খারাপ অবৈধ সন্তানেরা দাজ্জালের কাছে যাবে। সে মুসলিমদের কাছে আসবে জান্নাত এবং জাহান্নামের মত দুটি জিনিস সাথে নিয়ে। যারা তাকে গ্রহণ করবে তারা তৎক্ষণাত তার বামপাশের জাহান্নামে পতিত হবে। আর যারা তাকে গ্রহণ করবে না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যা দেখতে জাহান্নাম তা আসলে জান্নাত।

সুতরাং, মানুষেরা যেন জেগে ওঠে এবং নিজেদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে বাঁচায়। যা হালাল তা পরিষ্কার এবং যা নিষিদ্ধ তাও পরিষ্কার। ভালোও পরিষ্কার এবং খারাপও পরিষ্কার। আল্লাহ্ মানুষকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন ব্যবহার করার জন্য। যা ঘটেছে তা তাদের দোষেই ঘটেছে। লোকেরা যেন জেগে ওঠে এবং তাওবা করে কারণ একটি বিশাল ফিতনা করা হয়েছে। এখন শেষ সময়। এই সময়ে এমনিতেই যথেষ্ট ফিতনা বিদ্যমান। মানুষের সাবধান হওয়া উচিৎ।

প্রথমতঃ মানুষেরা যেন বংশধারাহীন কাউকে অনুসরণ না করে। তারা যেন সতর্কতার সাথে সন্ধান এবং অনুসন্ধান করে। তারা যেন তাদের হৃদয়ের দেখানো পথ নেয়। কিন্তু একটি বিশাল ফিতনা ঘটেছে, বিশাল একটি ব্যাপার ঘটেছে, আর এখনও ওই পথে যাওয়ার চেষ্টা করা একগুঁয়েমি। একগুঁয়ে কে? শয়তান। শয়তানের সর্ব নিকৃষ্ট চরিত্র হচ্ছে একগুঁয়েমি। সে বলেছে সে সেজদা করবে না এবং সে এখনও করছে না।

সুতরাং, সাবধান হও। সেই পথ ত্যাগ করায় কোন গুনাহ নেই, সেই খারাপ পথ। বরং তাতে পুরস্কার আছে এবং এতে আল্লাহ্‌র খুশী আছে। তুমি যদি তাওবা কর এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা চাও, আল্লাহ্ তোমার জন্য তার বদলে পুরস্কার লিখবেন। তিনি তোমার কাজ মাফ করে দিবেন যা তুমি না জেনে করেছ। কিন্তু এখন থেকে যদি তোমরা তা কর তাহলে সবাই যার যার দন্ড ভোগ করবে। আমরা বলি আল্লাহ্ যেন তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক পরিপক্কতা দান করেন। আমরা আর কিছুই বলছি না। আল্লাহ্ যেন আমাদের সঠিক পথ থেকে বিপথ না করেন ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৮ জুলাই ২০১৬/২৪ শাওয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।